এখনো পাহাড় কাঁদে

(The Hill Still Cry)

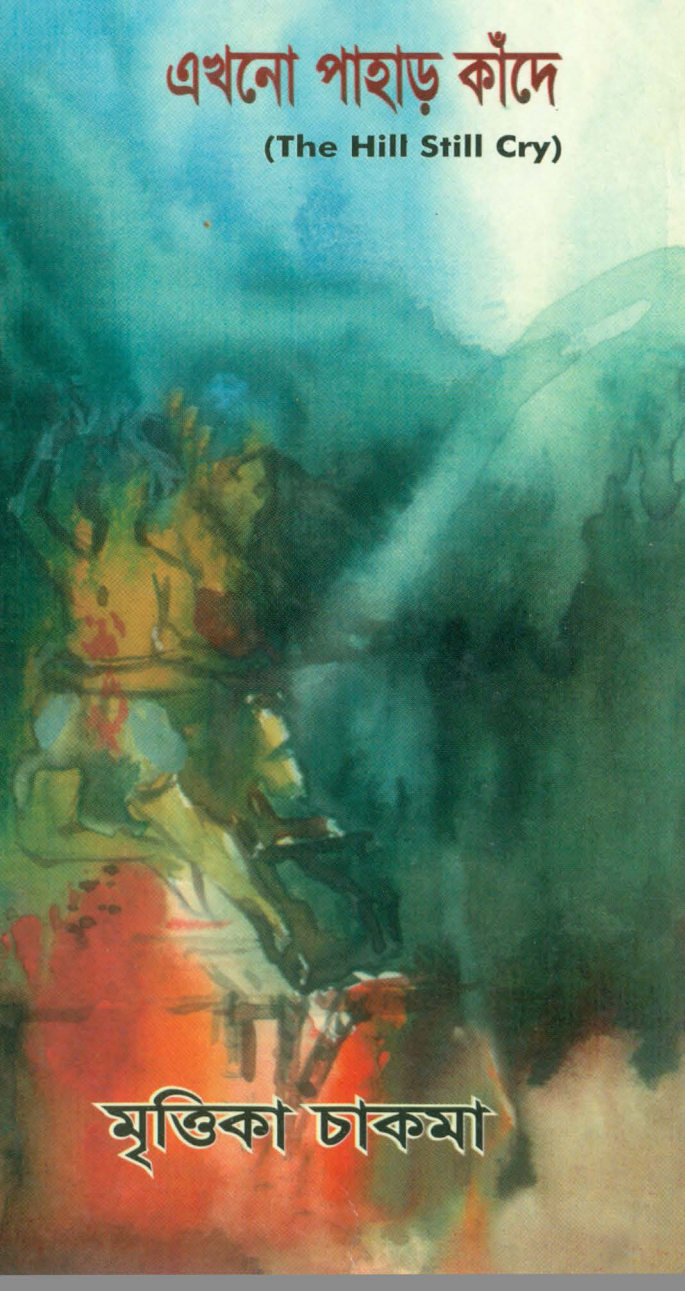

মৃত্তিকা চাকমা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে
হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু
কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।
ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক
পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং
ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান
বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে
ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে
দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান
ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র
উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের
াছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতা
ম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায়
ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mottrijagat Bhante

এখনো পাহাড় কাঁদে

THE HILL STILL CRIES

মৃত্তিকা চাকমা

ছড়াথুম পাবলিশার্স, রাঙামাটি

এখনো পাহাড় কাঁদে ❋ AKHNO PHAHAR KADHAY
(The hill still cries)

মৃত্তিকা চাকমা ❋ MRITTIKA CHAKMA

গ্রন্থ স্বত্ব ❋ Copyright
লেখক Writter

প্রকাশনা ❋ Published by
ছড়াথুম পাবলিশার্স Charathum Publishers
বনরূপা, রাঙামাটি Banarupa, Rangamati.

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ❋ Cover Design
দয়ার মোহন চাকমা Dayal Mohan Chakma

প্রকাশকাল ❋ Published on
বিঝু ১৩ই এপ্রিল ২০০২ ইং ❋ Biju 13 April 2002

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা ❋ Price : Fifty taka only

উৎসর্গ

দুই মা,কে -

স্বর্গীয় শ্রী রাজলক্ষ্মী চাকমা (-১৭ নভেম্বর ১৯৯৯)
শ্রী চিক্কবী চাকমা

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

১. একজুর মান্নেক (চাকমা নাটক)
২. গোঝেন (চাকমা নাটক)
৩. দিগবন সেরেত্তুন (চাকমা কাব্য)

সূচী ঃ

অর্কিতের উৎসব - ৭
আমি বলবো - ৯
যখন মানুষ অন্যলোকে - ১০
ঐতিহ্য লালিত রাজা নয় প্রজা - ১১
আমি প্রেম চাই - ১২
মানব কল্যাণার্থে - ১৩
পাহাড়ের কান্না - ১৪
কবিতা আমার অন্তর আত্মা - ১৫
ভালোবাসা ভালো লাগা - ১৬
যে অবয়বে আমি সর্বক্ষণ - ১৭
ইন্টারভিউ - ১৮
প্রতিক্ষা - ১৯
মধুবন - ২০
আমাকে বলতে দাও - ২২
সভ্যতা - ২৩
হৃদয়ের হ্যানসেক - ২৪
সালাম বরকতের মা - ২৫
এখনো পাহাড় কাঁদে - ২৬
কল্পনার বজরী ২৮
স্বপ্ন ও কিছু কথা - ২৯
ইঙ্গিত - ৩৩
পাহাড় সাঝিয়ে উঠুক - ৩৫
প্রখম্বিত অশ্রুহীন কান্নার ধ্বনি - ৩৭
তন্দ্রাপুদির বিয়ের ফুল ফুটবেই - ৩৮
মাটি ও জীব - ৩৯
কখন মা'কে মা বলবো - ৪০
পাহাড়ে মৃত্তিকার ভালোবাসা - ৪১
চিদাকাশ - ৪২
কাদের কথা বলবো - ৪৩
কবিতা নয় লড়াই - ৪৪
ত্রসনে আদিবাসী - ৪৫
আদিবাসী জেগে উঠ - ৪৬
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ - ৪৭
একজন প্রৌঢ়ত্বের আর্তনাদ - ৪৮

যা বলা প্রয়োজন

কেন আমার এ বাংলা ভাষায় লেখা "এখনো পাহাড় কাঁদে" কাব্য গ্রন্থ? ভাবছিলাম গ্রন্থখানা প্রকাশের সাথে সাথে না বলার কথাগুলো অন্তরে রেখে গেলে পাঠক মহলের কাছে হয়ত প্রশ্ন থেকে যাবে।

আসলে ঢাকা'র বই পাড়ার আমার একমাত্র বন্ধুবর কবি, সংগঠক এবং সংগীত শিল্পী মাহবুবুর রহমান মুকুল বাংলা কবিতা লেখার পেছনে মূল উৎসাহ দাতা। তিনি ঢাকা'র বিভিন্ন সংকলন, সাময়িকীতে আমার কবিতা ছাপাতেন। এ গ্রন্থে প্রায় কবিতা তাঁরই প্রেরণায়।

এছাড়াও আরো একটা প্রশ্ন, আমি যদি এই পাহাড়ের উপত্যকায় বসে আমার কথায়, আমার ভাষায় লেখা-লিখি করি কে শুনবে, কে বুঝবে! সুতরাং বৃহৎ স্রোতের কাছে যদি পৌঁছাতে চাই, তাহলে সেই মাধ্যমে আমার কাজ করার দরকার। তারপরও আরো একটা কথা, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমার মাতৃভাষায় আমিও কথা বলতে চাই। যার প্রেক্ষিতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমার এই গ্রন্থে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, কারণ বাংলা আমার ভাষা নয়। সুতরাং সুপ্রিয় পাঠক মহলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

মৃত্তিকা চাকমা

অর্কিতের উৎসব

আমি দেখেছি ফুরমোনের চিন্তা
আমি দেখেছি জম'চুকের মায়া
আমি দেখেছি কেউক্রাডঙের কান্না

আমি দেখেছি কর্ণফুলীর পাপড়ি মেলানো ডানা
চেঙেই মেয়োনী লৌগাং পুজগাং এবং শংখ নদীর ভাবনা
তারা যৌবনাদীপ্ত এবং এগিয়ে যাবে
তাই ফুরোমোন পাহারা দিচেছ শত বর্ষ
জম'চুক মায়ার বাঁধনে বন্ধন করেছে
উত্তরে চেঙেই ফুয়াং
দক্ষিণে বরগাং
পূর্বে কাজলং
পশ্চিমে ফুরোমোন

তারা চিন্তিত, অবিরাম খুয়ানো হচেছ দেহ
কাটা হচেছ গাছ, বাঁশ আর বুনো লতা
পাখীরা নেই, কোলাহল থেমে গেছে
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পাহাড়ের ভূমি- নদী- নালা।

আমি অভ্যস্থ নই পাহাড় ছাড়া বাঁচবো বলে
এবং নদী- নালা, ছড়া-ছড়ি, গাছ-বাঁশ, মাটি-বায়ু
আমার নিশ্চিত যেতে হবে পানিতে
ধূয়ে ফেলতে হবে জমায়িত নোংরা শরীর এবং অন্তর
খেতে হবে নির্মল ঝর্ণার পানি

জীবন বাঁচাতে হবে সতেজ তাই গাছ আমার প্রয়োজন
ফুলে ফলে ভরাতে হবে তাই মাটিও আমার প্রয়োজন
পুস্পের পাপড়ি বিছানো চাই অরণ্য ভূমি, কেন- না-

ভালবাসা, মায়ামমতা, অনেক দুর
এখানে কেউক্রাডং ফুরোমোন আর জম'চুক

কেমন যেন পাথর হয়ে যাচেছ প্রতিদিন
তারা কথা বলে না একে অপরের
প্রেম করে না। তারা হাসি-ঠাট্টা
রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং ক্রন্দন ও করে না

একে অপরের সুখে-দুখে সহানুভূতি নেই
কী অদ্ভুত
যাদের নিয়ে আমার বাঁচার কথা- স্ত্রী-পুত্র এবং সব
কিন্তু অর্কিতেরা যে ওৎপেতে বসে আছে আমার তিন পর্বতকে
আমার এখন কী উপায় !
কেউ কি বলবে ?

২৩-০৫-২০০০

আমি বলবো

আমি কর্ণকে ভালোবাসি, কেননা কর্ণের প্রিয়- ফুল,
তার গন্ধে আমার রক্তের কণিকাগুলো জেগে উঠে
তখন আমি ডাক দিয়ে থাকি কর্ণফুলী
আমার প্রিয় কর্ণফুলী...

আমি পদ্মাকে ভালোবাসি, কেননা
পদ্ম আমার বুকের উষ্ণতা বাড়িয়ে ...
শিরাগুলোতে প্রবাহিত হয় রক্তের চাপ।
যে চাপের মধ্যে কৃত্রিমতা বলতে কোনো কিছুই নেই
কিংবা অন্য কোনো দূরারোগ্য ব্যাধি,
তাই পদ্মা আমার আশা, পদ্মা আমার কল্পনা
আমার অনুভূতি...

আমি গঙ্গাকেও প্রেম দিয়েছি, কেননা
গঙ্গা আমার উদ্ধার করেছে পরাধীনতা
আমি গঙ্গাকে ভালোবাসি, কেননা
গঙ্গা আমার উর্বর শক্তি যোগিয়েছে,
তাই আমি গঙ্গাকে কথা দিয়েছি ...
গঙ্গা আমার হৃদয়ের মধ্যে ভাসবে।

প্রেম ভালোবাসার মধ্যে উষ্ণতা উড়বে,
পদ্মা গঙ্গার মধ্যে সেতু বন্ধন হবে আগামী দিনে
তাই আমি বলতে চাই, পদ্মা- পদ্মার মতো থাকুক
গঙ্গা- গঙ্গার মতো থাকুক
ফুলও কর্ণের মধ্যে শোভাবর্ধন করুক।

০৪-১১-৯০

যখন মানুষ অন্যলোকে

হয়তো থেকেই যাবে সমাপ্ত হয়ে যাবে
ঝর ঝর থেকে ফোঁটা ফোঁটা
বিশ্ব ভূ-মন্ডল থেকে বিদায় নিতে থাকবে
একটু একটু ... এ-ক-টু এক-টু-উ- করে।

পৃথিবী সুন্দর প্রকৃতি সুন্দর
সবখানেই সুন্দর সুন্দরেই অসুন্দর
হয়ে ধরা দেয় মানুষের মাঝে

মানুষ তখন অন্যখানে চলে যায়
অন্যলোকে হয়তো পৃথিবীর ঐপারে
সেখানেই সুন্দরেরই সংজ্ঞা খুঁজে পাই
খুঁজে পাই বলেই মানুষ ফিরে আসে না
হয়তো ফিরে আসে মানুষ নয় অন্য রূপে।

সেখানে চাওয়া পাওয়া বলতে কিছুই নেই
সেখানেই তার শেষ, সেখানেই খুশী
সেখানেই তার সুন্দর।

০৮-০৭-৯২

ঐতিহ্য লালিত রাজা নয় প্রজা

ঐতিহ্যকে, ঐতিহ্য বলতে গিয়ে
মিলিত হয়েছিলাম কয়েকটি প্রাণী
আলাপ হলো- বিচিত্র, স্বামী- স্ত্রী, ঘর- সংসার
বন্ধু-বান্ধব, প্রেম-প্রীতি, আর স্ব-স্ব কর্মস্থলের কথা
স্থান পেয়েছে সেখানে ক্ষোভ, দুঃখ
অথবা হাসি- ঠাট্টা ছন্দহীন বিচিত্র গানের কথা।

আমি রাজা, আমি রাজা আমার সংসারে,
এমন রাজা, আমার উপরে কেউ বলতে পারবে না কোন কথা-
হ্যাঁ, আমি সত্যিই রাজা।

কিন্তু ...
এত দিন যারে বলে, বলেছিলাম নারী তুই বড় অবহেলা
সে নারীই আজ আমার উপরে রাজা,
যখন রাত্রি বারটা, হয়ে গেলাম আমি প্রজা...
পার্বত্যবাসীর ঐতিহ্য লালিত প্রজা।
হ্যাঁ আসলেই আমি প্রজা
নারীই হলো আসল রাজা
কেননা তার হৃদয় আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু
সুতরাং আমিই প্র-জা-আ-আ-

০৭-০৯-৯২

আমি প্রেম চাই

আমি বাংলাদেশী
নাক চেপ্‌টা, হাত-পা মোটা, চোখ চিপা-
তাই অনেকের প্রশ্ন -
উত্তর একটি - পার্বত্য চট্টগ্রামে আমার জন্ম
তাই আমি বাংলাদেশী।

আমার হৃদয় আছে, আছে অনুভূতি
অনেকে বলে বিপথগামী পাহাড়ী
না, আমিতো তা নই,
তবে হ্যাঁ । আমাকে বাধ্য করানো হয়েছে-
তবুও আমি বাংলাদেশী।

আমার অনুভূতির কোষগুলো নরম, খুবই নরম
আমার হৃদয় আছে, প্রেম প্রীতি ...
ভালোবাসি সেলিনা আক্তার জাহানকে
ভালোবাসি নন্দিতা মুখার্জীকে, তাই ...
ভালোবাসার বোধগুলো পরিবাহিত হচ্ছে
আমার ভেতরে জামান আর সমরেশ ।

আমি ভালাবাসা চাই, আমি প্রেম চাই
যে প্রেম ইতিহাস স্বীকার করবে,
যে প্রেম ঐতিহ্য ধরে রাখবে ...
যে প্রেমের ঘর্ষণে একটি ফুট ফুটে শিশু জন্ম নেবে।

৩১-১০-৯২

মানব কল্যাণার্থে

উর্বর একটি দেশ ফলেনা এমন কিছু নেই
আছে সর্ব প্রকারের মাটি- পানি- আলো- বাতাস
এবং নদী-নালা ইত্যাদি।

সমুদ্রের তলদেশের প্রবাল থেকে পাহাড়ের
পরগাছা তেঙা পাতার মেলা, তাই-
অনেক উদ্ভিদ যেখানে ভেষজ খাদ্যের ঘাটতি নেই
তাই অমাদের হৃদয় শরীর মন এবং প্রজ্ঞা'র
মেরুদন্ড অসুস্থ না হওয়ার কথা-
হয়তো নয়, অথবা চাঁদেরও কলঙ্ক রয়েছে
তাই বলে চাঁদ জ্যোৎনা দিচেছ না - এবং
মানুষের হৃদয়ে রোমান্স দিচেছ না তা নয়,
তাইতো কিছু হয় প্রেম ঐ কলঙ্কের মধ্যেও
হয়তো বিজ্ঞানকে আশ্রয় করলে-
মুছে যাবে কলঙ্ক অথবা অসুস্থ ভঙ্গুর মেরুদন্ড

যেখানে মানব কল্যাণ নেই
সেখানে ছুটে যাই আমরা সবাই।

১৩-০৩-৯৪

পাহাড়ের কান্না

পাহাড়ের মাটি কমে গিয়েছে
উর্বরা শক্তি, ফলে না কোন ফসল
এখন উলঙ্গ তারা
কাপড় ছাড়তে বাধ্য সমস্ত দেহ থেকে
তাই এখন বেড়িয়েছে শুধু লাল শুকনো মাটি।
উলঙ্গ দেহ নিয়ে বাঁচতে চাই না
চাই সবুজ পাহাড়, সবুজ বন-বনানী
গাছে গাছে ফুল ফুটবে ফল ধরবে
এ মাটির মানুষ তখন পুষ্টিতে ভরে উঠবে।

কিন্তু না, হয়ে উঠছেনা উর্বর শক্তি
ক্ষীন হয়ে যাচেছ দৃষ্টি
শুকিয়ে যাচেছ সমস্ত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
যে দিকে কর্ণপাত করি না কেন
শুনা যায় শুধু কান্না, পাহাড়ের কান্না
শ্যামল সবুজ ভূমির অভিশপ্ত কান্না।

৩১-০৮-৯৪

কবিতা আমার অন্তর আত্মা

আমার অন্তরআত্মা খুঁজে
খুঁজে শুধু বাঁধাহীন দিগন্ত
নেই যেখানে বর্ণ-গন্ধ অথবা কৃত্রিম আবরণ.
প্রকাশ শুধু একটি তা মাটি হচ্ছে- কবিতা
নয়তো উষ্ণতার এক টুকরো খানিক অনুভব
কবিতাই দিতে পারে আমার চাহিদা
তাই কবিতা আমার অন্তর আত্ম।

আমার নয়ন কবিতার অন্তরআত্মা স্বচ্ছ
আর দৃষ্টি তার স্বপ্নের ডুবন্ত শরীরে'
টান দেয় প্রচন্ড
পাশে দাঁড়ায়
আমার বিম্ব ভেসে উঠে কবিতার আত্মায়.
কবিতা আমার ভালো বাসা
কবিতা আমার অন্তরআত্মা
কবিতা আমার স্বপ্নের স্বত্বা।

১৪-১০-৯৫

ভালোবাসা ভালোলাগা

এক নয় ভালোবাসা ভালোলাগা
কামনা বাসনা হতে পারেনা একই সত্তা
ইচছার বিরুদ্ধে যখন
ওখানে দন্ড ওখানে আঘাত হয়তো ধ্বংশ
নয়তো গড়ে উঠবে স্মৃতির মিনার ভালোবাসা ভালোলাগা।

ভালোবাসা অন্ধ যেখানে সেখানে
অন্তর হৃদয় শরীরের বিভিন্ন শিরা উপশিরায়
যা আসক্ত হৃদয়ের এক টুকরো
সমস্ত শরীর উষ্ণতায় ভরে উঠে
ভালোবাসায় ভলোবাসায়।

ভালোলাগা ক্ষনস্থায়ী
সন্ধ্যা আকাশের নীচে জলন্ত জোনাকী
মুহুর্ত শেষে ব্যর্থ আশা
আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো মুহুর্তেই অদৃশ্য
স্মৃতিই বিস্মৃতি হয়ে যাই তারই সত্তা।

তাই ভালোবাসা হয় যদি ভালোলাগা
অথবা ভালোলাগা হয় যদি ভালোবাসা
সংঘাত সেখানে অনিবার্যত
তাই ভালোবাসা রয়েছে গভীরতা
ভালোবাসা রয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতা।

১৪-১০-৯৮

যে অবয়বে আমি সর্বক্ষণ

আমার ভালোবাসার অবয়ব মা ও বাবা
কেননা তাদের ত্যাগের আমি
যে ত্যাগের অবয়ব আমাকে সর্বক্ষণ করে
বাবার অনুপ্রেরণা অজানাকে জানা
মা'র ভালোবাসা গভীর করে তোলা

তারা অন্ধহীন নির্বোধ নয়
হৃদয়ের সঞ্চয় ছিল প্রতিমুহূর্ত
যার ভালোবাসায় গড়ে উঠে
সম্পদ, স্নেহ, মায়া-মমতা আর হৃদয়ের উদারতা
কোথাও ঘাটতি নেই প্রতিটি সময়
তাই আমি এতটুকু

বাপের আদর্শ মায়ের ভালোবাসা পরিপূর্ণ
হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেজে উঠে চলার পথ
চিত্তে সঞ্চালন হয় মঙ্গলে গাঁথা
তাই-
আমার আদর্শের অবয়ব বাবা ও মা
আমার প্রেমের অবয়ব মা ও বাবা
আমার ভালোবাসার অবয়ব দু'কুল সত্তা
আমার সৃষ্টির অবয়ব মায়া-মমতা।

২৪-১০-৯৫

ইন্টারভিউ

এক ইন্টারভিউতে কেটে গেল এগারটি বছর
প্রশ্ন ছিল ওখানে কেন ? উত্তরে আমি
তখন আমি পান্থ পথের যাত্রী
তাই সেবাই আমি সেবক হতে চাই
সুযোগ হলো আমি সেবক হলাম
এখনো তাই।

যারা আমার পথের দরজা খুলে
পূর্বে তারা কেউ নয় শুধু জিব্বায় আর অন্তরে
আমি গহীন অরুণ্যের পর্বত আরোহী
শৃঙ্খ থেকে সাঁকো দেয় লক্ষণ
আমি উঠে যায় স্বচছ প্রদীপ নগরে
প্রণামি তিন স্তম্ভ প্রধানের
স্মরণে কৃতজ্ঞ চিত্তে চলেছি
নির্মল তত্ত্বজ্ঞান সাদর সম্মানে।

আজ কেউ নেই পূর্বের লক্ষন অস্তিত্বহীন
স্বচছ প্রদীপ নগর আলোহীন
কাছে যায় প্রদীপ জ্বালাতে কিন্তু জ্বলেনা
তবুও জালাতে থাকি হৃদয়ের অন্তস্থলে।

০৯-১২-৯৫ ইং

প্রতীক্ষা

তুমি এসেছিলে আমার প্রতীক্ষার মধ্যে
সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা
মহামানব গৌতমের জন্ম-মৃত্যু আর বুদ্ধত্ব লাভ।

তাই তুমি থাকবে শান্তির বাণীর মধ্যে
হিংসা বলতে কোথাও নেই
অন্তর শরীরের এক বিন্দুও না।

পক্ষপাতিত্বের ভাষা উচচারিত হবে না
প্রতি বর্ণ গোত্র বাক্যে
যেন বের হয় বুলিতে বুলিতে শান্তির পায়রা।
মানুষের কর্ণে বেজে উঠবে স্বর্গের ধ্বনি
যা মানব হৃদয়ের তন্ত্রিতে তোমার সুবাক্যের
মাতালে ভরে উঠবে নীরব -
কখনো দিবস-রাত্রি-
সমাপ্তির সংগঠিত হয় জানা নেই
তাই হবে তুমি, তাই হবে তুমি, তাই হবে।

তুমি এসেছিলে আমার প্রতীক্ষায়
থাকবে শান্তির বুলি ছাড়িয়ে
তোমার, আমার সমগ্র মানব জাতির হৃদয়ে
তখন হৃদয়ের তন্ত্রিতে বেজে উঠবে-
এখানেই সুখ
এখানেই শান্তি
এখানেই স্বর্গ।

১২-৫-৯৬

মধুবন সমুদ্রের ওপারে

পৃথিবীর ছাদ থেকে দাঁড়িয়ে
তোমাকে দেখেছি অনেক্ষণ
তুমি আহবান জানালে- নেমে এসো
আমি এলাম
আসন দিলে মধুবন সমুদ্রে -
যেখানে স্বর্গের সাথে দেখা প্রাণময়।

ওখানে সাতার কেটেছি দীর্ঘক্ষণে
প্রাত-দিবা রশ্মি দেখেছি
তবুও ইচেছ করে বার বার -
ইচেছ করে সর্বোচচ পামির হয়ে দাঁড়িয়ে
তোমার নিঃস্মৃত লবনাক্ত ঘ্রাণ বাতাসে উড়াতে।

মধুবন সমুদ্রের চতুর্দিকে একদিন তুমি স্বচছ শরীরে স্নানরত
হিমালয়ের চূড়ায় জমাকৃত তুষার
ছুটে যেতে চাই তোমার স্নানের সঙ্গে
তাই ঢেউ উঠে আমার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে পর্বত শৃঙ্গ।

উত্তপ্ত আগ্নেয় হবে শান্ত
ভূমি ও সমুদ্র আবার জীবন্ত হবে
তার পর জমা হবে পামিরে বরফের টুকরো
বৃদ্ধি হবে একে অপরের ভালোবাসা
তুমি থাকবে আমি থাকবো এ বিশাল পৃথিবীর মাঝে
স্বর্গ এসে বলবে- বা! বা! বেশ করেছ হে- মানব সন্তান।

২১-০৫-৯৬

আমাকে বলতে দাও

আমকে বলতে দাও
অনেক দিন শুনলাম তোমার গুণকীর্তন।
কান আমার ঝালাপালা
আর নয়, এবার আমাকে বলতে দাও।
আমাকে বানানো হয়েছে কলের পুতুল
যেমনি নাচাও তেমনি নাচি
আমাকে বানানো হয়েছে পোষা পাখী
যেমনি বলাও তেমনি বলি
আমকে বানানো হয়েছে মরুর জাহাজ
যেমনি ভার দাও তেমনি বহন করি।

আমাকে বলতে দাও
সময় হয়েছে বলে ফেলি
না হয় আমি চিৎকার করে বলবো ...
আমি মানুষ, আমার প্রেম আছে
আমি প্রেমিকা চাই।
আমার ভালোবাসা উজার করে দেবো
সুতরাং বাঁধা দেওয়ার তোমার অধিকার নেই।
প্রেম দেওয়া নেওয়া বিশ্বের স্বীকৃত
তাই আমার প্রেমিকাকে আমি প্রেম দেবো।

দাও, বলতে দাও, আমাকে বলতে দাও
আমার অধিকার খর্ব হতে পারে না
যদি তাই হয় আমি বিশ্ব আদালতে দাঁড়িয়ে
চিৎকার করে বলবো ...
আমার প্রেমিকাকে বাসতে দেয়নি ভালোবাসা।
আমি বিদ্রোহ করবো
আমার মত প্রেমিক সৈনিক বানাবো ।

যদি আমার ভালোবাসা খর্ব হয়।
আমাকে বলতে দাও আমার প্রেমের কথা
আর নয় মিথ্যার প্রলাপ।

উন্মোচন হোক, আমার ভালোবাসার কথা।
স্বীকৃতি দাও আমার প্রেমের
প্রেয়সী আসুক আমার হৃদয়ে
আমাকে বলতে দাও
আমাকে বলতে দাও
আমাকে ব-ল-তে দা-ও।

২৫-০৮-৯৬

সভ্যতা

এ কোন্ সভ্যতা
কষ্টবিহীন করতে পারি যা ইচেছ তা
পছন্দ অপছন্দ নিমিষেই করতে পারি
কারণ সহজে পেয়েছি পান্ডিত্যের কৌশল
সুতরাং আমরা এখন বহুরূপী।

দিনে বস্ত্র পড়া
আড়ালে পাল্টাই জিহ্বা, দৃষ্টি এবং সব কিছু
কারণ আমরা এখন বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের মানুষ
হয়ে গেছে সব শিক্ষা -
তাই মানি না, চিনি না, জানি না, হবে না হবে না
আমার পাওনা চাই- নাহলে
সভ্যতার বোতাম খুলে যাচেছ এখনি।

চৌর্য, ডাকাতি, ছিনতাই- কৌশল আয়ত্ব
অসম্মানি, বখেড়া, হাতাহাতি, মাতালামী তাও শিখছি
পরাজিতকরণ, পণদাবী, প্রাণ ছিন্ন - আমাদের কিছুই নয়
কারণ জানি হতে বহুরূপী, সভ্যতা দিয়েছে শিকারী।
এ কোন সভ্যতায় আমরা পা দিয়েছি ।
বোধ শক্তি অচল হয়ে যাচেছ মানবদেহে- কেন !
আমরা কি ফিরাতে পারি না ঐ দানবাচরণ
আমরা কি ফিরাতে পারি না ঐ অসুন্দরের কারণ?
হ্যাঁ- সবই পারি, আসুন আমরা সবাই সুন্দর হয়ে যাই।

২২-০৬-৯৭

হৃদয়ের হ্যানসেক

চব্বিশটি বছরের নেমে এলো পর্বত থেকে
একটি হৃদয়ের হ্যানসেক।
একদা যেখানে ছিল বুলেটের ভাষা
সেখানে আজ হৃদয়ের হ্যানসেক
রচিত হলো আনন্দের বন্যা
সৃষ্টি হলো স্বর্ণের সেতু
নেমে এলো স্বর্গের দূত হাতে শান্তির বাণী ।

পদ্মা মেঘনা কর্নফুলী যমুনা
উচছল হয়ে উঠলো বাংলার মুখ
আনন্দে ভরে যায় ঢাকার গুমোট বেদনা
উড়ে যায় এক ঝাঁক পায়রা
বাংলার আকাশ পেরিয়ে দূর সীমানায়

অপেক্ষায় ছিলাম বার কোটি মানুষ
ঐ দীর্ঘ ঝাঁকুনির হ্যানসেকে
রচিত হোক মানুষ মানুষের অমর বাণী
বিলুপ্তি হোক বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের পাপ
শক্ত হাসনাত লার্মার দুই হস্ত
জয় হোক জয় হোক শান্তির মূলমন্ত্র।

০২-১২-৯৭

সালাম বরকতের মা

সালাম বরকতের মা -
আমাদের বয়সতো চলেই গেল
আর কত দিন থাকবো পুত্র শোকে?
রফিক জব্বারের মা -
আমাদের সন্তানেরা চলে গেছে
ছেচল্লিশ বছর আগে
তোমার পুত্রের শোক এখনো কেটে যাইনি ?

যাবে কি করে বোন
দশ মাস দশ দিন রেখেছি পেটে
যখন মনে পড়ে সেই স্মৃতি
সালাম বরকত রফিক
জব্বরের প্রসূতির যন্ত্রনার কথা।

চলো বোন আমরা খুঁজে দেখি
জিন্না নাজিম উদ্দীন আর নুরুল আমীনের কাছে
আমাদের সন্তান কোথায় রেখে দিয়েছে।
বলো জিন্না আমার সালাম, বরকত কোথায়?
বলো নুরুল আমীন আমাদের সন্তানেরা কোথায়?
বলো, রুদ্ধ কণ্ঠ কেন?
উত্তর দে - উত্তর দে . . .

দাদু তারা তো নেই
তারা হত্যাকারী, তারা পাপী
তারা আমার বাবাকে হত্যা করে রেহাই পাইনি
তারা এখন ফাঁসির কাষ্ঠে

আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।
চলো দাদু আমরা দেখে আসি
বাংলার আকাশে বাতাসে, ঐ-যে শুন -
তোমার পুত্রের ধ্বনি।
২১-০২-৯৮

এখনো পাহাড় কাঁদে

পাহাড় কাঁদে, কাঁদছে অরণ্য আর জীবকুল
এবং ছড়া-ছড়ি, প্রকৃতি সব, সব কাঁদছে
অনুভব হয়নি এখনো - কেন এত কান্না।

কোন গোপন ঘাতক ব্যাধি
আজন্ম বস্তি নিয়েছে -
কেন, এখানে কিসের রহস্য,
এবং উদ্‌ঘাটনের অভাব -

ব্রিটিশের সাথে কার্পাস চুক্তি হয়েছে
শান্তি চুক্তিও হয়ে গেল সম্প্রতি -
এবং আশ্রয়ও মিলেছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্রের
নিরাপদও নিশ্চিত ছিল একাত্তরের পাহাড় ও নদী ।

তবুও কেননা কল্পনা চাকমা কাঁদে ?
কেন লং মার্চে মানুষ হাঁটে ?
বুদ্ধ ঘরে কেন ঢিল পরে ?

প্রশ্ন থেকে যায় উত্তর নেই কোথাও, কারণ -
পাহাড় না কাঁদলে স্বস্তিতো হয় না কারো
তাইতো পাহাড় এখনো কাঁদে ।

ব্রিটিশ নিয়েছে আমাদের তুলা
কিন্তু মানুষ করেনি রেখেছে জুম্ম
আমি মহানন্দ
প্রকৃতি করেছে ধ্বংশ।
পাহাড় কাঁদে নীরবে যেমনি মা আমায়
গড়ে তুলেছে শিশু থেকে কৈশর,

পাহাড় কাঁদে মা আমার।
ভারতবর্ষ ভেঙ্গে গেলো মা কোথায় ?
কুলহীন সন্তান পাহাড়ের চূড়ায়

রণের ধ্বনিতে রণিত
সুবাণীর মালায় পাহাড় আনন্দ
নেচে উঠে প্রকৃতি গেয়ে উঠে জীবকুল
কিন্ত পাহাড় ন্যাড়া হলো
কান্নায় ভরে উঠল পাহাড় প্রকৃতি এবং জীবকুল

রংরাঙহুলো পাহাড়ে লৌহা লক্কর ফেলা হল
কাটা হলো দেহ' ছিন্ন ভিন্ন হয়ে
রক্ত ঝড়া শুরু, পাহাড় এখনো কাঁদে
কাঁদে গাছ- বাঁশ অরণ্য। এবং
রক্ত ঝড়া অশ্রু বরগাং নিয়ে যায়
কিন্ত কাপ্তাই শৃঙ্খল অলঙ্কারে ভূষিত
জমাট বেঁধে যায় লক্ষ প্রাণের রঞ্জিত অশ্রু
দেখেছ কী- ওটা পানি নয়- অশ্রু, আনন্দের নয় বেদনা
তাই পাহাড় এখনো কাঁদে।

একাত্তরের যুদ্ধে রাজাকার জন্ম
১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারে
কিন্ত অভিযুক্ত শুধু জুম্মজাতি স্বাধীনতার সুবাতাসে
দেওয়া হল কান্না ধ্বনি প্রতি পাহাড়ের ভাঁঝে ভাঁঝে
তাই পাহাড় এখনো কাঁদে।
আর ক'টা দিন কাঁদতে থাকবে বল পাহাড়
আর ক'টা দিন জ্বলতে থাকবে বল পাহাড়
আর ক'টা দিন সংঘাতে থাকবে বল পাহাড়।

২৪-০৮-৯৮

কল্পনার বজরী

চেঙেই- মেয়োনী ছড়া- ছড়ি বাঘেই ছড়ি
লাল্যা ঘোনা মায়া জড়ি
জন্ম নিলো মানবপুরি
মানবপুরি মায়ের নাম বাবাঁনী
সেই মায়ের নাম হলো বাঁধুনী
পুত্র কন্যা হলো তার পালিনী
দিনে রাতে ঘুম নেই শুধু তার ভাবনা
ক্ষুদিরাম কালিন্দী কল্পনা
তাদের বয়স হয়ে উঠছে বৃদ্ধি
সঙ্গে হচেছ কল্পনা প্রতিবাদিনী
ভয় করে না ঘাত প্রতিঘাত
অন্যায় অত্যাচার নেই তার গ্রাহী
বলার ইচেছ হলে হয়ে উঠবে প্রতিবাদী
এক নাম জুম্ম জাতের মায়াবী
হলো কল্পনা দরদী
এগিয়ে যায় নেই যেখানে সন্মানী
তাই তাকে বিদায় নিতে হলো এক কুলক্ষনী
টানাটানি পিনন খাদি
কল্পনার হাত পা বক্ষ ভেদী
শকুনের পাল ঝাঁকে ঝাঁক লুটেপুটে
খেয়ে নিলো সর্ব শ্রান্তে
কী বীভৎস! আমি তুমি
ফেলে গেছি এতো তাড়াতাড়ি !
অপহরণে কল্পনা চলে গেলে বছর তিনটি
উঠে গেছে অন্তর থেকে কল্পনার আজ সে বজরী
কী মানুষ ! আমি তুমি সবাই
ভাবনা আসে আমাদেরও কি হবে তাই ?

টীকাঃ- বজরী শব্দের অর্থ অনেকটা মৃত্যু দিবসের মত।
১৭-৬-৯৯

স্বপ্ন ও কিছু কথা

ভাবনা সাগরে বেড়াতে গেলাম একদিন
বেড়াতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পরখ করে দেখলাম দেহটা
কেমন আছে
বার বার টুসকী দিলাম, আবারও
নেই কোন খানে হুঁশ তবে দৃষ্ট হচেছ
গাছ- বাঁশ আগুন- পানি আকাশ- বাতাস
উঁচু- নীচু পাহাড়- পর্বত সবুজ বনবনানী
চার পা- দু' পা হাত- পালক মুখ লম্বা ভোঁতা
যার যে আকৃতি প্রকৃতি গানে-বাজনায়
হাসি তামাসা
কারোর কোন ভাবনা চিন্তা নেই অভাব অনটন নেই
কী সুখ

শরীরটা পরখ করে দেখলাম, আমি কোথায় ?
চেনা চেনা মনে হয়।
মুহূর্তে পেছন থেকে এসে উনি বললেন-
কি খবর মৃত্তিকা
চেনা কণ্ঠ মনে নেই বহু দিন গত হওয়ায়
লজ্জা বোধও করছি, লজ্জার কথা
আমাকে বললেন- ভুলে গেলি মৃত্তিকা ?
হেংলা পাতলা ছিপ ছিপে লম্বাটে
পেটে মেদ নেই কোমরে বেল্ট পরা
পেন্টটি নাভিশ্বাসে চুলটা লম্বা এবং খাড়া
শার্টের হাত গুটানো, ও ! সুহৃদ দা !
কেমনা আছেন ? বহুদিন পর . . .
আছি, তবে বাসনা অতৃপ্ত রয়ে গেলো
অনেক কাজ পরে আছে।
আমার কথা বাদ, তোমরা কেমন আছ ?

জুম ঈস্‌থেটিকস্‌ কাউন্সিলের কাজ কেমন চলছে ?
ডাইরীটি খুললেন-
বর্ণনা দিলাম উনিশ বছরের কথা
নাটক চৌদ্দটি সংকলন আটাশটি মেলা দু'টি
হতে যাচেছ একটি, খুব খুশী হলেন।
পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রবেশের অনুমোদক কেমন আছে ?
আমার উত্তর তারাতো নেতা, কাজেই-
নেতাকে নেতাই পূজা করে এবং করবেই।
ও তাই হচেছ !

এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বললেন- তাহলে আমাকে কেন?
কথাটা রয়ে গেলো- সম্পর্ক কেমন ?
ভালো আছি। তবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস . . .
কথাটা বলার পরই তুলার মত ধপধপে সাদা চুল
মুখের ফাইপ থেকে অসংখ্য ধোঁয়া উড়ে যাচেছ
দেখা হলো- কে ? সুহৃদ দা অদৃশ্য হয়ে গেলেন !
কী- মৃত্তিকা বাবু ? আমি আশ্চর্য-
ও ! ইলিয়াস ভাই, বহুদিন পর কেমন আছেন ?
আছি ভাল, তবে-

তবে কি ?
অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত না হয়ে
আমায় যে আসতে হলো !
চাকমা উপন্যাস কি রচিত হয়েছে ?
আমি লজ্জিত, বুঝতে দেড়ী নেই, তাই !
নাট্যকার মামুনুর রশীদের ওখানে কেমন ?
আমার উত্তর বুক ফুলিয়ে- হ্যাঁ।

বড় সাধ ছিল নৌকার উপরে
চাদিগাং ছাড়া পালাটি শুনতে
মৃত্তিকা বাবু আর হলো না- তাই না ?
দেখুন না মামুন ভাই কি বলেন
উনিতো ভীষণ ব্যস্ত
তা'ছাড়া সময় কোই . . .
না, মৃত্তিকা বাবু ওঁর সাথে অনেক কথা ছিল
ইলিয়াস ভাই। পরক্ষণে উনি অদৃশ্য-

এখন আমার পাশে একটা ঢোলা পেন্ট আর
সাদা সার্ট লাঠির উপর ভর করা
ডাঃ যামিনী বাবু- ঝু- ঝু- ঝু !
পাশে গিয়ে পায়ে ধরে ঝু- ঝু- ঝু দিলাম
কেমন আছো দাদু ?
কোন রকম আছি।
পাহাড়ী বৌদ্ধ জন কল্যাণ সমিতি কতদূর এগোল ?
বঙ্কিম বাবুর চাকমা অভিধানটি ছাপানো হয়েছে ?
অপরাধী হয়ে উত্তর দিলাম- কিছুই নেই !
কেন ?
ডাঃ ভগদত্ত বাবু, নিবারণ বাবু, সজ্জিত বাবু
এতগুলো বাবু থাকতে . . .
আমি নির্বাক
নিজেকে বললাম, এবার কেমন লাগে !

বগল বাজাতে বাজাতে শুভ্র ধুতি লুঙ্গি
ভাঝ করে পরা কখনো হাঁটুর উপরে আবার
তারও উপরে ডাঃ চিত্র গুপ্ত বাবু- ভাইপুত্র কালো নাকি !
হ্যাঁ কাকা
সবার সাথে আলাপ হয়েছে ?
হয়েছে কাকা।
এবার আমি আবারও নির্বাক
মনের চিন্তার চাপ বৃদ্ধি, হবে না- চলে যাবো

যাত্রা করলাম
হাই পাওয়ার চশমা আর
ধুতি পাঞ্জাবী পরা বিড়ি টেনে টেনে
ধ্যানী রূপে বসে আছেন বঙ্কিম বাবু
পায়ে ধরে প্রণাম করলাম
কে ? আমিতো চিনছি না !
আমি মৃত্তিকা, ও- মৃত্তিকা !
এসো এসো বস,

ঘুণে ধরা একটা চেয়ার
বসার আগে আমার জানা তাঁর না বলা কথা
বইটা এনেছ ?
মুখে আসছে না, তবুও বলতে হল- সেটা নেই।
বিড়িটা টান দিয়ে বললেন- সায়ন কমন আছে ?
নেই মনোঘরও ধ্বংসের পথে
ভারী দুঃখ পেলেন, বাক রুদ্ধ আর কোন কথা নেই
আমার সাহস হলো না ফের কথা বলতে
ফিরে আসা ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই।

ফেরার মাঝ পথে দাঁড়িয়ে আছে
সুহৃদ দা-
মৃত্তিকা- বলে দিও, বিমল ভান্তে প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে
আর শ্রদ্ধালংকার ভান্তের উদ্দেশ্যে নমোতসস্ রেখেছি।

১৫-০৩-২০০০

ইঙ্গিত

একটি শাক রোপনে ছিলাম সেই বহু আগে
শাকের গোড়ায় পানি গোবর ঘেড়া এবং গরু ছাগল
তাড়ানো সবখানে ছিলাম একটু হলেও।
দিন যায় বছর যায় কখনো চিন্তা আছে
কখনো ডগা থেকে আবার ডগা উঠে
বয়ে যাচেছ বেষ্টনী চাং আর গীলের পর গীল
প্রয়োজনে দেওয়া হচেছ শ্রম শক্তি যা যেখানে প্রয়োজন।

ফুল ফুটেছে ফল ধরেছে দু'একটু পরখ হতে পারে
কেমন হচেছনা হচেছ।
তৃপ্তি লাগে ইচছা করলে খাওয়াও যেতে পারে।
তবে হচেছ না আবার ধরবে আসায় আসায়
গোড়ায় পানি গোবর ঢালানো চলেছে চলেছে অবিরাম।
স্বস্তি নেই স্ত্রী পুত্র অভ্যস্ত
সে ফিরবে অনেক দেরী হয়ে।

ফল ধরেছে ফল পাকছে
সময় এসে যাচেছ পাত্রে পাত্রস্থ হওয়া
পাড়া-পড়শী আর আত্মীয় স্বজনদের বিতরণের
সৃষ্টির সুখ কেমন হয় পাইতে
হৃদয় অন্তরে প্রকাশ হতে যাচেছ কত আনন্দ
সৃষ্টি হচেছ এবং হবে
পালানোর ছিদ্র কোথাও নেই নিঁখুত অন্তরে
আবদ্ধ সুখের সমুদ্রে ভেসে যাচিছ যারা যারা।

এক সময় ইঙ্গিত আসছে পত্রে পল্লবে
সবুজ পাতা হতে চাই হলুদাভ
প্রতিবাদে সুখ হতে যাচেছ ম্লান।

সুখের সমুদ্রে থেকে চেয়ে যাচিছ
অন্তর জ্বালা নেই, সুখ সাগরে ভেসেছি
পাথর হয়ে যাচেছ এ হৃদয়।

শ্বাস নালী অবরুদ্ধ নেমেছি দ্রুত
নেই, ক্লান্তিতে ভরে গেছে পাত্রস্থ হতে।

আমি ক্লান্ত
বৃক্ষ নেই ছায়া আসবে
পাহাড়ী পথ আর উপত্যকার ঝর্ণার জল নেই
ক্লান্ত শরীর হৃদয় জুরানোর।

সুখের সমুদ্র হয়ে আসছে আকুল
কি হবে কি হতে যাচেছ সমাপ্তি নেই
হয়তো এভাবেই চলবে।
আমি কে? এ- ও সন্ধানী।
অন্তরকে বুঝালাম
আমি এখন ক্লান্ত পথে পা- বাড়াচিছ।

কালগতের চিন্তক ক্রমে, ধাবিত
বাসনার দৃষ্টিতে তারা আড়ালিত
করুণ রঙ্গ মঞ্চে রঞ্জিতা কামোদীপ্ত
রোপিত জন মাতালসমুদ্রে নিশ্বাস
আমি ক্লান্ত এবং অবরুদ্ধ, তাই-
রুদ্ধ কণ্ঠে চলার ইঙ্গিত আমি পেয়ে যাচিছ।

(২২-০৪-২০০০)

পাহাড় সাঝিয়ে উঠুক

হৃৎপিন্ড উদয়োন্মুখ হচেছ
অন্তর গুমরে মুচড়ে উঠে
পরে যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
পাহাড়গুলো নিষ্পত্রে বিদীর্ন হচেছ
ধরনীর স্তন গলিত
কান্না আসে অন্তরে
চিল হয়ে উড়ে যাই
পাকা মেলে ভেলির পর ভেলিতে
শ্রান্ত হয়ে ডাল খুঁজি
আগের মতো মিলছে না চেঙেই মেয়োনী
কাজলং বরকল বরগাং
নেই নেই কোথাও ফেলার একটান বিশ্বাস।

স্থলে সমতলে ঘুরে দেখি মাটি পানি কেমন
ছড়া ভরে যাচেছ স্রোত আর বইছে না
মাটি উত্তপ্তে প্রকৃতি হয়ে যাচেছ নিবৃত্ত
লাল অগ্নিশিখা বেরুচেছ
অগ্নুৎপাত হওয়ার পথে
রক্ষা নেই রক্ষা নেই সম্মুখ হতে চাই
প্রজ্জলনের অপেক্ষায়
রঙ্গ মঞ্চের দর্শকমন্ডলী তাকিয়ে আছে
তাকিয়েই থাকবে আজন্ম
আর নয় পাহাড় পর্বতে

ছড়া-ছড়ি তলিয়ে যাবে পাংশু হয়ে।
দর্শকমন্ডলী জ্ঞানীজন চিন্তুকজন
জন জনতা নয়তো কাল হবে শুধু জনতা শুধু জনতা
অগ্নি নিবারণ করো তৃপ্ত হোক অন্তরআত্মা
ছড়াটি কুড়ে দাও স্রোতের মধ্যে আপদ চলে যাক

বৃক্ষকে পুঁজা করো ডাল-পালা বৃদ্ধি হোক
জুম না জমিতে চলো পাহাড়-পর্বত সবুজে ভরে উঠুক

বার্গী পাখি, রংরাং, হরিণ-গন্ডার, হাতি-ঘোড়া
বাঘ-ভাল্লুক, গুই-সাপ, ফরিং-কীট ফিরে আসুক
পাহাড়-পর্বতের, নদী-নালায়, পদে-পদ
সাঝিয়ে উঠুক সাঝিয়ে উঠুক সাঝিয়েই উঠুক

২৭/০৪/২০০০

প্রখম্বিত অশ্রুহীন কান্নার ধ্বনি

প্রেয়সী আমার
বহু দিন পর আমি পথ হাঁটিতেছি
হাঁটিতেছি একের পর এক অরণ্য ভূমি
আমার পা আর চলে না
চলে না অন্তর, কারণ
অরণ্যের ঘনছায়া নেই
নেই বুনো পাখি বুনো জীব
পাখিরা ডাকে না হরিণীরা বাচচা নিয়ে অবাধ চড়ে না।

প্রেয়সী আমার
এই পথ দিয়ে হেঁটেছি অনেকবার মনে পড়ে?
তুমি ছিলে আমার পাশে
দা হাতে, পিঠে একটি দড়ি যুক্ত কুল্যাং
আমার হাতে দা আর দুলা
খুঁজেছি বহুবার মাছ কাঁকড়া আর -
তোমার পিঠে ছিল তারা বাচছরি বুনো আলু।

প্রেয়সী আমার
জোঁকেরা ধরে না চলার আনন্দে
তোমার চিৎকারে আমি স্বর্গে চলে যায়
এবং আনন্দে জন্ম নেয় প্রতিরোধ
ঐ রক্ত চোষাই আমার শত্রু হয়
আমি এখন প্রেমিক পাগল।

প্রেয়সী আমার
বহুদিন পর পথ হাঁটিতেছি
দেখেছো কি সেই আমাদের পুরোনো স্মৃতি?
নেই কোথাও, খুঁজেই পাওয়া যাবে না
আমার তোমার পদ চিহ্নের কথা
এখন শুধু প্রখম্বিত অশ্রুহীন কান্নার ধবনি
আমার প্রতিটি পাহাড়ের উপত্যকায়।
২৯-০৪-২০০০

তন্দ্রাপুদির বিয়ের ফুল ফুটবেই

আজ তুমি যৌবন বিদায়ের পথে
জীবন চলার পথে যাত্রা করেছ
চলার পথে দেখা হবে
কত সুখ কত দুঃখ
কখনো মান অভিমান
স্বচছতায় ভরে উঠুক হৃদয়ে
অন্তর আত্মা ভরে উঠুক সুগভীরে
তোমার নব জীবনে মোর দেওয়া কিছুই নেই
দু'ফুটো আশীর্বচন রেখে দিলাম
ফিরে আসবে আমাদের মাঝে
সঙ্গে থাকবে নব সাথী যোদ্ধারা
বাঁচবো তাদের মাঝে তুমি আসবে ওদের নিয়ে
ফৌপ ফৌপ আমি আর্শীবাদ করছি
জুম্ম জাতের আমি তোমার এক দাদা হয়ে ।

০৫-০৫-২০০০

মাটি ও জীব

বিচরণ করতে ইচেছ করে বাসনা প্রখরতা
হিমালয়ের পাদদেশে আছড় ফেলি
সম্মুখে যত বাঁধন হোক
কারণ শক্তিরা আলিঙ্গন করে প্রেমে
আমি ভয়ার্ত নই বিয়েত্রার সাথে আমার দেখা
মাটির কণারা শক্তি যোগায় প্রতিটি কদমে
গোড়ালী উষ্ণতায় নেচে উঠে মন
চলে যাই প্রকৃতির চূড়ায় এবং উপত্যকায়
দৃষ্টি প্রেমাস্পদের বিশাল পৃথিবী
পূজা হচেছ শ্রী দেবী মা লক্ষ্মী

পূজা শেষ কম্পে উঠে পৃথিবী
সোচচার হয় পাখিরা এবং সমস্ত ধরণীর জীব
উড়ে যায় পায়রা থেমে যায় ভূ-পৃষ্ট
আবার ভালবাসা বৃদ্ধি হয় মাটি ও জীব এবং
বাসনাগুলো তৃপ্তি হয়ে উঠে মহা আনন্দে।

২৫-০৫-২০০০

টীকা ঃ বিয়েত্রা - চাকমাদের লোক কথায় বিয়েত্রা একটি সুদেবতার নাম।

কখন মা'কে মা বলবো

বিশ্ব আদালতের স্বীকৃতি
আমার মা'কে মা বলতে
জন্মদাতা পিতাকে পিতা বলতে।
আমি আনন্দিত
প্রাণ ভরে ডাকবো আমার পিতা মাতাকে
বাবা---বাবা---বাবা !
আমি এখন কথা বলতে পারি
মা--- শুন, মা শুন আমি কথা বলতে পারি
বড় সাধ হয় ! কত নি ডাকিনি

কিন্তু আমার ডাইমা !
দোলনা এখনো দিল না
সাক্ষাতে স্নেহ মমতা লুকিয়ে রেখেছে
আমার জন্ম দাতা অনেক দূরে
আমি কথা বলতে পারি না
প্রস্তুত বলার জন্য রুদ্ধ কণ্ঠ !
ধমক দেয় মা বলবি গোলা চিবে
দু'হাতের দশটি আঙ্গলী শীড়া উদগ্রীব হয়ে উঠবে।

তখন তুমি নেই, বায়ু শূন্য
সুতরাং মা বলার এক পা এগুবে না।
শুনলে বিশ্ব আদালতের আইনি বন্ধুরা
আমার কণ্ঠ যে অবরুদ্ধ, আমিতো -এতদিন
শৈশব ফেলে যৌবন দীপ্ত হতাম
সুতরাং তোমার করনীয় কি !
এসো দেখো, বাস্তবে
মা'কে মা বলার সময়
কখন যে আমার আসবে ?

৩০/০১/২০০১

পাহাড়ে মৃত্তিকার ভালোবাসা

পাহাড়ে মৃত্তিকার সন্তান। নিমগ্ন নিদ্রা
স্খলিত হচ্ছে, জোড়া নেই-
অনিবৃত্ত সরলতা জড়ো হয়, সবুজ গুল্ম
ঘুম পারানির তৃপ্তে ঢেলে দিই সব।

জারস জন্ম নিচ্ছে, পা-ফেলছে মৃত্তিকায়
অঙ্গরী চিহ্ন সমাপ্ত তাই পেছনে গমন
পাহাড়ের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে

জারস শিকড়ে ভালোবাসা প্রখর
হাত-পা শিরা-উপশিরা এবং রসের ভান্ডারে
এখানো ঘুমন্ত ঘুম পারানির সুরে প্রতিবন্ধক হীন
কেউ কী নেই ! পাহাড়ে মৃত্তিকার প্রেমিক প্রেমিকা

কেন এমন হচ্ছে ? ইতিহাস বিলুপ্ত করছি
জাতীয় অঙ্গীকারনামা পালাতে-
কথা ছিল শুভ্র পায়রা ছিটানো
পাহাড়ের মৃত্তিকার ভালোবাসায়।

১৯/০ /২০০১ইং

চিদাকাশ

কেউ কেউ বলে তোমার চিদাকাশ
বাংলার চিন্তকের তপোবন
এখানে খেলা করে মেঘেরা
খেলা করে নীলাচল আর প্রকৃতির
সবুজ বৃক্ষরা। হারিয়ে যায় চিন্তকেরা
খুঁজে পায় ফেরারি শব্দ
অলংকারে ভরে যায় শুভ্র জমিন।

আমি দেখতে পাই চিদাকাশ
পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে উৎফুল্লতায়
ভরে উঠি এবং চিৎকার করে বলি
আমার প্রেম আমার ভালোবাসা
কাউকে দিতে পারিনা আমার পাহাড় ছাড়া।

সুতরাং তাদের জন্য আমার দুঃখ
কারণ আমার চিদাকাশে ছিটানো
যাবেনা অন্য চিত্র পাটের অন্য কালি।

২৯/০৮/২০০১ ইং

কাদের কথা বলবো

কার কথা বলে অন্তর জ্বালা ফুরাবে
কার কথা বলে হৃদয়ের জ্বালা মুছে যাবে
তিরাশির আগে পরে কাদের কথা বলবো
কাকে ফেলে কাকে স্বর্গের সিড়িতে তুলবো ?

এক পিতার জন্ম হয়েছে বড় আশা নিয়ে
তাকেও হারালাম। বলি ওস্তাদ দাঁড়ালো
তার বুকটিও বুলেটে ঝাজড়া হয়ে গেল।

বাল্যকালের খেলার সাথী ভৈরব চন্দ্র চাকমা
দক্ষিণাঞ্চলের পথে বুক তার ছিন্ন ভিন্ন
হয়ে গেল। যৌবন কালের বন্ধু মনিময় দেওয়ান
বুলেটের মাথায় হাড়িয়ে গেল,
কত সঙ্গী কোথায় মিলিয়ে গেল-
মনের ব্যাথা মানে না মানা ক্ষণে ক্ষণে কান্না

এক শতাব্দী পেরিয়ে গেল আরো একটা শুরু হলো
তারা চেয়ে আছে চেয়ে আছে তারা
ছেড়ে যাওয়া সঙ্গীরা তাদের ডাকতে হবে
শ্রাদ্ধ হবে হৃদয়ের টানে
তাদের বড় আশা, আশাই চেয়ে আছে
আমাদের একবিংশ শতাব্দি এবং আমাদের।

২০/১০/২০০১ইং

কবিতা নয় লড়াই

কবিতা নয় লড়াই
এ লড়াই অস্ত্রে নয় শৃঙ্গেও নয়
এ লড়াই নিরাভরণতায়

কবিতা নয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পথ চলা
এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারোর নয় সম্পদেও নয়
এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মস্তিষ্কের ত্রিঅঙ্গুলীর মন্ত্রে

কবিতা নয় স্মৃতির পথে সন্ধে বেলায় আড্ডা জমানো
কবিতা নয় মাতালিয়ে সময় কাটানো
কবিতা নয় প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় গলানো

কবিতা নয় তারিফ নয় পরিহাস
কবিতা নিমগ্নতায় পথ চলা, আর ---
কবিতা জন্ম নেবে বিষধর স্বর্পের ফনা।
কবিতা হৃদয়পিন্ডে তায়দাদ শক্ত হোক
কবিতা শিকড় চতুর্মুখী হয়ে উঠুক
কাকের সমান কবি মানুষের বুলি না হোক।

ত্রসনে আদিবাসী

ইতিহাস বলেছে পালেরা এখানে ছিল,
ইতিহাস বলেছে সেনেরা এখানে ছিল।
তারা এখন কোথায়? তারা নেই-
তারা নেই মানে !
মানে - তুর্কীরা নিয়েছে দেহ, মন, প্রাণ
এখন আমি আমিই নেই অন্য আমি।

শিকড় খোঁজার আমার পথ নেই
আমি ত্রসন, কারণ-
তুলা চুক্তি করেছি
গারো পাহাড় ভেঙ্গেছি
গণতন্ত্রের অভিধানে শান্তি চুক্তি করেছি
ঢালি নামায়- কলম্পতি লিখেছি
মুবাছড়ি, বরকল, পানছড়ি, লৌগাং
সদ্য ভীমপুরের আলফ্রেড সরেনের রক্ত দেখেছি
তাই এখন বাংলাদেশে ত্রসনে আদিবাসী।

আদিবাসী জেগে উঠ

ভূমি বদল ভূমি দখল মনে ও রক্তে
কি আনন্দ! মনে বিশ্বে এবং সর্বত্র
আনন্দ দাপটের খেলা করে আদি ও বঙ্গজে।
পাল'এর অন্তর খোলা অহিংসা মন্ত্রে মত্ত
রেখেছে তাই সেন'রা খর্গ বদলায়
খোলা অন্তরে, যেহেতু তারাও আদিবাসী
এই বঙ্গ ভূমে। সরলতা প্রতিটি বঙ্গ রসে
চলে যায় ভূমির খুটি অন্য কোন খানে।
সুতরাং আদিবাসী মনেও রক্তে অর্ধ প্রকৃতি
চোখের শিড়া উড়ু বক্ষে দর্শন নিষ্পাপ
উপলব্দি মানব সন্তান! জৈবিক তাড়না
কালের শ্রদ্ধা প্রদর্শন, কারণ বঙ্গ রসে আদিবাসী
এখনো জানা নেই আর কতদিন নিদ্রাসক্তে
আদিবাসী, আদিবাসী নামেই তুষ্ট থাকবে
জেগে উঠ, ফেলেছে চরণ বিশ্ব ভূতলে,
হে আদিবাসী ।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

আমার অন্তর উত্তপ্ত লেলিহান অগ্নি শিখা
দেহের ভেতরে প্রবাহিত নিরানব্বই ডিগ্রী তাপদাহ
শরীরে ধারণ ক্ষমতা আর নেই
তাই দিয়াশালাই কাটির মত প্রস্তুত।

আমি প্রতিবাদী, খবদ্দার একপাও এগুবে না
মৃত্যু চিনে না, এমনই পশুর মত হয়েছি আমি।
নির্যাতিতের সঙ্গেঁ আমি একজন তৃষদান্ত
তাই হিংস্র হয়ে উঠি ঐ শুয়রের বাচচাকে দেখে।

আমি স্বাধীনতা কামী, আর যুদ্ধের জন্য তৈরী বুলেট
তাই খুঁজে দেখি, সেই নির্যাতনকারী হাত
কোথায় সে, বের করে দাও কুত্তার বাচচাকে
আমি এখন ক্ষুধার্থ দানব

আমি বিষ্ফোরিত কামানের বারুদ
আমি শুকনা একটি কাঠির শলাকা
খবদ্দার, আর নয় একপাও এগুবে না
যে গণতন্ত্রের নামে পরাধীনতার শৃঙ্খল চাই
তাকে চিহ্নিত করেছি আমি চিহ্নিত করেছি।

একজন প্রৌঢ়ত্বের আর্তনাদ

আমার জন্ম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি কোণে
থাকি জনবহুল শহরের একটি ভিটায়
সেখানে হিংস্রতার কোনো আভাস নেই-
যন্ত্রদানবের কোনো হুঙ্কার নেই
সরল মানুষেরও কোনো রক্তাক্ত থাবা নেই
মোহাবৃত্ত জম দূতের কোনো লাল চিৎকার নেই।

বিধায় আমি শান্তির পথিক,
খুঁজে নিয়েছিলাম একটি অন্ন একটি সংসার
একটি হাসি আর একটি রঙ্গশালার উৎকর্ষ
তাই আমি পেয়েছিলাম,- হ্যাঁ - এবার,
যেখানে আমি আজন্ম কাওকে অপরাধী বলতে পারিনা।

আমি এখন প্রজন্মের সৃষ্টি কর্তা,
আমার স্ত্রী আছে, পুত্র-কন্যা আছে নাতী নাতনীও আছে,
আছে কথা আর ভাষা ছন্দ আছে বর্ণে বর্ণে মিলনের শব্দ
আর যাকে বলে পায়খানা থেকে খাওয়া পর্যন্ত
রক্তে মাংস প্রতিটি শিরায় শিরায় সংস্কৃতির বন্ধ ।

কিন্তু আমি এখন হতাশাগ্রস্থ এক সৃষ্টিকর্তা,
মাঝে মাঝে আমাকে আমি প্রশ্ন করি-
আমি- কে, আমি কেন, আমি কোথায়, তারপর-
শরীরটাকে মোচর দিয়ে দেখি তাও তো স্বাভাবিক।

পরক্ষণে আমার চতুর্দিকে খুঁজে দেখি- হ্যাঁ- তাইতো
হারিয়ে গেছে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর ভাই বোন
হারিয়ে গেছে আমার ভাষার শব্দ, বর্ণ,
হরিয়ে গেছে আমার একটি গান, একটি সুর একটি বাজনা।
একটি সংস্কৃতির প্রজন্ম, আমি এখন অন্ধকারে
পথ হাটা এক প্রৌঢ়ত্ব ।